ডায়েরি থেকে

গণেশ হালুই

মাতাল

[ভাস্কর রামকিঙ্কর স্মরণে তাঁর মৃত্যুর পরদিন লিখিত]

যেন শায়িত অনড় ভাস্কর্য। আমার প্রথম ও শেষ দেখা। পি. জি. হাসপাতালের হিমঘরে।

গ্রন্থিতেই শক্তি। তেমনি বেদনাসিক্ত অভিব্যক্তিতেই অনুভূতির জোর। লোকটা মারা গেল! ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে। উই-ঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছগাছালিদের মাতাল করেছে।

একদিন ছিল সে দাঁড়িয়ে। নড়ি না তবু মারো কেন? উপর-নিচ। আমার চতুর্দিক দিয়েছি তোমাদের। আমি নিঃস্ব এখন। মারো কোপ। লাগে না। ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

থোয়াই-এর উঁচু-নিচু। আমি চাইনি সমান করতে। চাইনি প্রকৃতির বুকে বালি কাগজের ঘষা। আমি আদিম। আমি নগ্ন। অসভ্য বর্বর আমি। যা পেয়েছি—

ঘুমিয়েছি তার চেয়েও বেশি। আমি আর উঠব না। ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

সত্যকে চাইনি মিথ্যার প্রলেপে ঢেকে দেব। ছিলাম যা তাই আছি। উলঙ্গ তোমার সম্মুখে। দেখো— কাঁকড় বিছানো ওই রাঙা মাটিটাকে মাড়িয়ে। উঁচু-মাথা তালগাছের শীর্ণ ছায়ায়। পোড়-খাওয়া ধূসর চাপড়ার আবরণে। পাবে আমাকে।

উই-ঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছগাছালিদের মাতাল করেছে। □

শিল্প-প্রসঙ্গে

[ডায়েরি থেকে]

চিত্রে ষড়ঙ্গ

আমাকে দেখো = রূপ ও প্রমাণ
আমাকে জানো = বর্ণ ও সাদৃশ্য
আমাকে নাও = ভাব ও লাবণ্য
আমাকে রাখো = শিল্প-সৃষ্টি

শিল্পে যথার্থতা

কলসি ভরে গেলে কানা বেয়ে উপছিয়ে যে জলের ধারা বয়— তাই হল শিল্প। শিল্পে ঘাটতির কোনো স্থান নেই।
বিচ্যুতি যেখানেই ঘটে সেখানেই একটি টানের সঞ্চার হয়। এই টানেই একপ্রকার তীব্র বেদনার উদ্রেক হয়। এই টানেই চুম্বকের মতো পুনরায় সস্থানে ফিরে যাওয়ার একটা আকুতি আমাদের আজীবন তাড়িয়ে মারে। আপেলটি গাছে ছিল— মাটিতে পড়ে গেল। গাছে থাকা ও মাটিতে পড়ার মাঝে যে দূরত্ব বা ব্যবধান তার যেমন একটি সীমা আছে— সময়ও জড়িত থাকে সেইভাবে। সুতরাং টান বলতে বেদনার সঙ্গে সময় ও সীমা সেখানে অনিবার্যরূপে উপস্থিত থাকে। ছবি তাই আমাদের ভাবায়।

ছবিতে ভাঙন (Distortion in Painting)

আমি যখন চলি— পথ ভাঙি। পথ ভাঙি বলেই আমি চলি। আমার চলার গতি-প্রকৃতির উপর আমার ভাঙনের স্বরূপ নির্ধারিত হয়। এই প্রকৃতিতে উৎপত্তিতেও যেমন ভাঙন— অবলুপ্তিতেও ভাঙন তেমনি অব্যাহত থাকে। এর সঙ্গে সময় ও সীমা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাড়া ও কমা এই দুয়ের মধ্যে ভাঙন নিয়ত ক্রিয়াশীল। নদীর পাড় ভাঙে, আমার হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটি পড়ে গিয়ে ভাঙে। এই দু'য়ের

মধ্যে দৃশ্যত কোনো সাদৃশ্য নেই। যে কোনো ভাঙন কোনো বস্তু-সত্তার অন্তর্নিহিত চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। আমার কৈশোরের বাড়-বাড়ন্তের স্বরূপ, যৌবন কিংবা বৃদ্ধ অবস্থার কোনো মিল নেই। তবু আমার মতো করেই আমি ভাঙি। কিছু সরবে ভাঙে আবার নীরবে ভাঙে। সরবে পাড় ভেঙে পড়ার সঙ্গে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে তার ভাঙনের দৃশ্যরূপ আমার চোখ বন্ধ করেও বুঝে নিতে পারি। কিন্তু যা নীরবে ভাঙে তাকে সহজে দেখি না। কান্নায় ভেঙে পড়লে দেখি ও শুনিও। মন ভেঙে পড়লে কেউ দেখে না। একে বুঝে নিতে হয়। সরবে ভাঙার আর্তনাদ শুনি। নীরব মর্ম-বেদনায় পরিণত হয়।

ভাঙন সর্বত্র। ভাঙনেই সংহিত শক্তি বিস্ফোরিত হয়। দৃশ্যত যা কিছু দেখা যায় তাই আমরা দেখি না। আমাদের মানসিক ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে দৃশ্যপটটি ভেঙে আর একটি রূপ পরিগ্রহ করে। "আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হইল ফাডা" এখানে দৃশ্য জগতের সঙ্গে মানসিক জগতের যে ভাঙন তাই আকাশ ভেঙে চৌচির হল। তেমনি— 'আহ্লাদে আটখান' কথাটিতে ভেঙে আট টুকরো হয়ে যাওয়াকে বোঝায় না— কারুর মনের গভীর অভিব্যক্তির ব্যাপ্তিকে বোঝায়। ছবিতে ভাঙন (distortion) সংগত কারণেই সংহিত মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশের স্বরূপ। জলেতে হাওয়া লেগে ঢেউ ভাঙার মতো ছন্দায়িত হয়। এর সাথে পঙ্গুতার (disability)-র কোনো সম্পর্ক নেই।

পাড়েতে বসে শান্ত পুকুরে ঢিল ছুড়ে ঢেউ তোলার মধ্যে যে ভাঙন— এর সাথে ঝড়ে ভরা নদীতে নৌকায় বসা উত্তাল-ঢেউ-এর ভাঙনের সাথে মানসিক অবস্থার কোনো সাদৃশ্য নেই। ছবিতে তাই ভাঙনের স্বরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে চলে। অবান্তর কষ্টকল্পিত ভাঙনে জটিল ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না।

Texture in Painting

Texture is an integral part of an object. It is also the ups and downs of one's inner and outer existence. Even it exists in time, space, sound, smell, taste, touch and sights. Time and space are the textural continuity of pain, suffering and happiness keeping relation with the past, present and future moment of thoughts. Sound is the ups and downs of beating time in space. Smell and taste have sensational movement of time such as feeling of touch and sights generate an energy of our existence. The very existence of this universe is in movement and faces constant obstacle resulting in textural quality. Any sort of texture needs a kind of pressure facing obstacles and creates momentum. In painting while applying a gentle flow of colour, pressure is needed with a feeling of touch,

movement, time, space and tension. Pencil, crayon, charcoal will have no image without touch or pressure on a surface. The bold strokes with heavy impasto in a painting are the result of greater pressure in relation with the emotion and the materials used. It is the counter-force in form of obstacle that creates texture. The very stored energy in a seed longing for its being creates a pressure to break the shell of its own. Shell being the counter-force acts as an obstacle. In this way the whole phenomena of an organic and inorganic substance from the begining of their tender age to an old stage of existence tend to form from finer to coarser textural appearence facing continuous obstacle during the process of their growth.

Any art object being the emotional force emerged from feeling and inner experiences facing charges of time, space and tension get textured in process of its growth. Texture is the natural growth of any real work of art. It is neither superficial nor motivated action thought beforehand. It is the movement of the leaves as the wind blows.

It is the vibration of soul that creates texture.

It is the action that creates counter-action resulting in textural quality.

It is the mental and emotional strain that is followed by texture.

আকাঙ্ক্ষা

Abstraction

Abstraction মাত্রই আমাদের মনে অভিপ্রেত কোনো পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে এই দৃশ্য-জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে না। ভাবমাত্রই মানসিক এবং আকারহীন। ভাবের যে কোনো অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হতে চায়। ব্যক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই ভাব আকারগ্রস্ত হয়। যা কিছু অদৃশ্যমান তাই আকাঙ্ক্ষার এইরূপ প্রবল শক্তিতেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এটা নিমজ্জমানতা থেকে ভেসে উদ্ভাসিত হওয়ারই স্বরূপ। বীজের মধ্যে অদৃশ্যমান যে সময় ও সীমার বৈচিত্র্যময় আকার রঙ, ফল, ফুল নিহিত থাকে তাই বাইরের আবরণটিকে ভেদ করে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাতেই আকারগ্রস্ত হয়। তেমনি মানসিক আকাঙ্ক্ষার আকুতিকে আমরা অস্বীকার করতে

পারি না। আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ abstraction আছে বলেই কল্পলোক বলে একটি জগত আমাদের জীবনকে আরও বৈচিত্র্যময় করে গেলে। অভ্যাসগত আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাই হল abstraction.

It is salvation from the bondage of preoccupied thoughts which makes us delighted.

It is from 'formless' to 'formbound'. It is the only desire in terms of energy that generates a power to grow and takes shapes of its own.

Abstraction is nothing but a kind of distortion and intensification of desire.

It is the desire which may be called abstraction in art form. □

□ সংযোজন □

সাধের পুতুল

(গণেশ হালুই বন্ধুবরেষু)

ইমামুর রশীদ

তোমার পত্র পেয়ে ঠিক কাছে চলে আসে জল
আসে সেই নদী ফিরে যা তোমার স্বপ্নের, হারানো
সময় মানে না বাধা, ফিরে পেতে চায় সে পুরনো
কৈশোরের স্মৃতিগুলি হয়ে উঠে ক্রমশ উজ্জ্বল
চিৎকার ধ্বনি ওঠে, 'আয় তুই ফিরে এ ধবল
জ্যোৎস্নার তীরতায়, ফিরে হয়তো পাবি রে তখনো
সেই সব দিনগুলি মধুময় স্মৃতিতে জড়ানো
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, এ সঞ্চয়ই বড়ো সম্বল'

আমরা এ কথা জানি, সময় আর স্রোত সহোদর
অননুবর্তনীয়, একবার চলে গেলে আর
কখনো ফেরে না, তবু শিশুর মতন বারবার
সাধের পুতুলটুকু ধরে রাখি মুঠোর ভিতর

সে মুঠো করিনা আলগা, পাছে খসে পড়ে সে পুতুল
ধরে রাখি শক্ত করে সব কথা, সব স্মৃতি, ভুল। □